যায়যায়দিন

তারিখ ২৭ JAN 2010 পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

দেশের সপ্তম বিভাগ হলো রংপুর

এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটুক

যে আটটি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ অনুমোদিত হলো তার অন্তত অর্ধেক জেলাই বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ জেলা। প্রতি বছর কার্তিক মাসে মঙ্গার প্রকোপ তো আছেই, তার ওপর এই অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ না থাকায় শিল্পের প্রসার ঘটেনি। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়নি। এখন রংপুর বিভাগ বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায়, এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় দেড় কোটি লোকের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে রাজশাহী বিভাগকে ভাগ করে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের আটটি জেলা নিয়ে গঠিত হলো রংপুর বিভাগ। এটি বাংলাদেশের সপ্তম বিভাগ। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় রংপুরকে বিভাগ হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্রেকিং নিউজের মাধ্যমে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শহরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সর্বস্তরের জনগণ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শোভাযাত্রা বের করে।

রংপুর বিভাগ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে মহাজোট সরকারের একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হলো। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) শেষ সময়ে রংপুরকে বিভাগ ঘোষণা করা হলেও সে সময়ে নিকারের বৈঠকে তা অনুমোদন হয়নি এবং অনুমোদন না হওয়ায় বাস্তবায়িতও হয়নি। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে এই অঞ্চলের মানুষ আশায় বুক বাঁধলেও তাদের দীর্ঘ সাত বছর হতাশায় কাটাতে হয়। অবশেষে বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে রংপুর বিভাগ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। এখন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে রংপুর বিভাগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেই বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম শুরু হবে।

একটি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম শুরুর জন্য বিভাগীয় সদর দপ্তরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হয়। এর পরপরই বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, অর্থ বরাদ্দ, অর্থের উৎস, সীমানা নির্ধারণসহ আনুষঙ্গিক কাজের প্রতি জোর দিতে হয়। এ কাজগুলো যতো দ্রুত সম্পন্ন হবে, ততো তাড়াতাড়ি বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা যাবে। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরবাসীর মতো আমাদেরও আশা থাকবে, সরকার এই কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করে দেশের সপ্তম বিভাগ হিসেবে রংপুরকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

যে আটটি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ অনুমোদিত হলো তার অন্তত অর্ধেক জেলাই বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ জেলা। প্রতি বছর কার্তিক মাসে মঙ্গার প্রকোপ তো আছেই, তার ওপর এই অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ না থাকায় শিল্পের প্রসার ঘটেনি। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়নি। এখন রংপুর বিভাগ বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায়, এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। তবে তার জন্য মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে শিল্পায়নের দ্বার উন্মোচন করতে হবে। জোর দিতে হবে শিক্ষা প্রসারের ওপর। রাজশাহী যেমন শিক্ষানগরী হিসেবে গড়ে উঠেছে, রংপুরকেও তেমনভাবে গড়ে তোলা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জোর দিতে হবে। বিভাগীয় সদর স্বাভাবিকভাবেই মেট্রোপলিটন সিটি হিসেবে গড়ে উঠবে। মেট্রোপলিটন সিটির অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলো সম্পন্ন হলে রংপুর যথার্থই বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বর্তমান সরকার এ কাজগুলো আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করে রংপুরকে দেশের সপ্তম বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে- এ প্রত্যাশা রংপুরবাসীর মতো আমাদেরও।